চট্টগ্রাম জেলার কোভিড-১৯ মোকাবেলায় পরিচালিত কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রেস ব্রিফিং

বর্তমান বিশ্ব কঠিন এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি । বৈশিক এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতার মনোভাব সর্বোপরি ব্যক্তি পর্যায়ের স্বাস্থ্য সচেতনতাই পারে সামগ্রিকভাবে এই সংকটকে সফলভাবে মোকাবেলা করতে । চট্টগ্রামে করোনা সংকট মোকাবেলায় এবং বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে জেলা প্রশাসন, পুলিশ, স্বাস্থ্য বিভাগসহ সরকারি-বেসরকারি সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ গঠিত কমিটিসমূহের নির্দেশনা মোতাবেক নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

চট্টগ্রাম জেলার কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ, সন্দেহভাজন কোভিড-১৯ ব্যক্তিদের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে হোম বা প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলেশন এবং সর্বোপরি কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের সেবা প্রদানের জন্য চট্টগ্রাম বিভাগ ও জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্যবিভাগ, পুলিশ , সেনাবাহিনী, সিটি কর্পোরেশন, সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রয়োজনীয় ঔষধ, অক্সিজেন সিলিন্ডার, নেবুলাইজারসহ অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রীর দাম স্থিতিশীল রাখতে জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে । এছাড়া জনসচেতনতা বৃদ্ধি, হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরন, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণে এবং করোনা পরিস্থিতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম হাতের নাগালে রাখতে জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত কাজ করে যাচ্ছে ।

চট্টগ্রাম জেলায় (মহানগরসহ) কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে ১৭টি, এতে ২৩৮৬টি বেডের মধ্যে ৩১৫টি বেড কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এখানে ডাক্তার সংখ্যা ৬৭৩ জন ও নার্সের সংখ্যা ৯০৫ জন।

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসায় জেনারেল হাসপাতালে ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল (১০টি আইসিইউ শয্যাসহ) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট (০৩ টি আইসিইউ শয্যাসহ) কোভিড-১৯ হাসপাতাল (বেসরকারী ক্লিনিক ও হাসপাতাল মালিক সমিতির অর্থায়ন ও কারিগরী সহযোগিতায়) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ।
- বেসরকারী পর্যায়ে চট্টগ্রাম ফিল্ড হাসপাতালে ৪০ শয্যা বিশিষ্ট (আইসোলেশন শয্যা) বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট (৭০ আইসোলেশন, ২৭-এইচডিউ, ০৩-আইসিইউ), চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট (০৩টি আইসিইউ শয্যাসহ) এবং ভাটিয়ারীর শিপ ব্রেকাস এসোসিয়েশন (বিএসবিএ) হাসপাতালে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট কোভিড-১৯ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ।
- কোভিড-১৯ এর উপসর্গযুক্ত রোগীদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেনারেল হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,বিআইটিআইডিসহ বেসরকারী ক্লিনিক/ হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহের বহির্বিভাগে " ফ্লু কর্নার" চালু করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ এর উপসর্গযুক্ত রোগীদের নমুনা সংগ্রহের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেনারেল হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগে নমুনা সংগ্রহ বুথ স্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীত ক্রমবর্ধমান

Scanned with CamScanner

রোগীর চাপ সামাল দেবার জন্য সিটি কর্পোরেশন ও " ব্র্যাক" এর সহযোগিতায় মহানগরীর ৪টি স্থানে নমুনা সংগ্রহ বুথ স্থাপন করা হয়েছে, আরো ২ টি বুথ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

- বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও জেলা প্রশাসন সার্বিক সহযোগিতায় সকল বেসরকারী ক্লিনিক/ হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহকে কোভিড-১৯ রোগীর চিকিৎসা প্রদানের বিষয়ে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা করা গেছে। যার অংশ হিসেবে ইমপেরিয়াল হাসপাতাল, পার্কভিউ হাসপাতালসহ অন্যান্য ক্লিনিক ও হাসপাতালে কোভিড-১৯ রোগীর চিকিৎসা প্রদান অচিরেই শুরু হবে। এছাড়াও চট্টগ্রাম সিটি পুলিশের বিশেষ শাখার সমন্বয়ের মাধ্যমে বেসরকারী ক্লিনিক ও হাসপাতাল মালিক সমিতির কাছ থেকে কোভিড-১৯ রোগীদের পরিবহনের জন্য ১০ টি অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করে পরিবহন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- কোভিড- ১৯ এর নমুনা পরীক্ষার জন্য বিআইটিআইডি, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী ও অ্যানিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কোভিড- ১৯ পরীক্ষাগার চালু করা হয়েছে এবং সিভিল সার্জন কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে পরীক্ষার মান নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম এর উদ্যোগে হোটেল সৈকত, আল-ইমাম হোটেল ও হোটেল লর্ডস ইন এ কোভিড-১৯ হাসপাতালসমূহে কমরত চিকিৎসক ও নাসদের কোয়ারেন্টাইনকালীন আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।
- উপজেলা পর্যায়ে এ পর্যন্ত ২৪৯ টি এবং চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের জন্য ১০০ টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আবুল খায়ের গ্রুপ কর্তৃক কোভিড-১৯ হাসপাতালসমূহের জন্য বিনামূল্যে অক্সিজেন রিফিল এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- মহানগরীর এক্সেস রোডে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কারিগরী সহযোগিতায় ও সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের সকল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীর অংশগ্রহণে"সিটি হল"কমিউনিটি সেন্টারে ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট আইসোলেশন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে আরো কমিউনিটি সেন্টারে আইসোলেশন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

সর্বোপরি বলা যায় যেখানে পৃথিবীর সকল উন্নত দেশসমূহের স্বাস্থ্যব্যবস্থা যেখানে কোভিড-১৯ এর ছোবলে অসহায় ও অপ্রতুল হয়ে পড়েছে সেখানে সীমিত সম্পদ ও জনবলের সীমাবদ্ধতা উপেক্ষা করে অদম্য প্রাণশক্তি ও সামর্থ্যের শেষ বিন্দু দিয়ে চট্টগ্রামের জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ, পুলিশ, উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পর্যায়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিয়োজিত রয়েছেন । কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং দু'একটি পত্র পত্রিকায় চট্টগ্রামের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশন করছে । যা জনমনে অত্যন্ত ভীতির সঞ্চার করছে । করোনাকালে মানসিক সুস্থতা ও মানসিক চাপ কম রাখার জন্য চিকিৎকগণ পরামর্শ প্রদান করে থাকেন কিন্তু এ ধরণের সংবাদ পরিবেশনে যাতে জনমনে ভীতির সঞ্চার না হয় সেদিকে সকলের দৃষ্টি রাখা বাঞ্চনীয় । সকল সীমাবদ্ধতা এবং কোভিড-১৯ আক্রান্তের আশংকা তুচ্ছ করে সকল স্তরের এই সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আমরা যার যার অবস্থান থেকে সামষ্টিক সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পৃক্ত হলেই কেবল কোভিড-১৯ মোকাবেলার এই যুদ্ধে আমরা জয়ী হতে পারব।

Scanned with CamScanner